দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 28 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

রামপুরা একরামুন্নেসা বালক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হোক

রামপুরা ঢাকা মহানগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ বিশ হাজার। এলাকাটি ১৯৭৬ সনে ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রামপুরায় একটি বালক বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি কলেজ আছে তন্মধ্যে রামপুরা একরামুন্নেসা বালক বিদ্যালয়টি ১৯৬৫ সনে স্থাপিত। জন্মলগ্ন হতেই স্কুলের এস, এস, সি পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৮০০ জন। ১৯৮৮ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় ১০৪ জনের মধ্যে ৩৬ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়, তন্মধ্যে ৪ জন 'ষ্টার মার্ক' পায়। শিক্ষক সংখ্যা ৪০ জন। তাঁদের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। রামপুরা একরামুন্নেসা উক্ত বালক বিদ্যালয়টি রামপুরা টেলিভিশন ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত. রামপুরার সহিত রাজধানীর ঢাকার বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগ অত্যন্ত ভাল। বাড্ডা, আনন্দ নগর, মেরুন, উলন, হাজীপাড়া, চৌধুরীপাড়া ও মধুবাগসহ বিভিন্ন এলাকার ছাত্ররা এই স্কুলে লেখাপড়া করছে। বিদ্যালয়টিতে দুটি পাকা দালান ও দুটি টিনের ঘর আছে। এর মধ্যে একটি ত্রিতল ভবন। স্কুলের যথেষ্ট জায়গা আছে। স্কুলের সম্মুখ দিয়ে একটি ভিআইপি রোড মৌচাক হতে নতুন এয়ারপোর্টের দিকে চলে গেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি গুলশান থানার অন্তর্গত কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারীকরণের সমস্ত যোগ্যতা রামপুরা একরামুন্নেসা উক্ত বিদ্যালয়ের আছে। তাই গুলশান থানার মধ্যে রামপুরা একরামুন্নেসা বালক বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো: শামসুল আলম,
মুজিবুর রহমান ও মাসুদ,
১৫১/৩, রামপুরা, ঢাকা।

স্কুলটি মেরামত হবে কি?

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন কহলপুড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এলাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ৩/৪ বছর পূর্বে বিদ্যালয়টি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়ে, যা সংশ্লিষ্ট বিভাগ অবগত আছেন। সরকার ও এলাকাবাসীর সামান্য অনুদানে স্কুল-ঘরটি কোনমতে মেরামত করা হয়। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম দিকে স্কুল

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪-এর পাতার পর)

ঘরটি পুনরায় মাটিতে পড়ে যায়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে সংলগ্ন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বারান্দায় ক্লাস করতে হচ্ছে। উপজেলায় অনেক নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পাকা হয়েছে। অথচ এ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে মেরামতের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ফ্যাসিলিটিস বিভাগকে যথাযথ মাধ্যমে অবহিত করেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যালয়টি পুন:নির্মাণ করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মীর মোশাররফ হোসেন রোটন
গ্রাম : চাপাতলী
ডাকঘর : রহিমানগর,
কচুয়া, চাঁদপুর।